

## খাদ্য অধিকার বাংলাদেশ RIGHT TO FOOD BANGLADESH

আরো সমন্বিত করতে প্রয়োজনীয় আইন প্রণয়ন ও তার বাস্তবায়নে সরকার তার অবস্থানে অনড় থাকবে। তিনি সার্ক খাদ্য ব্যাংক ও বীজ ব্যাংক এর মধ্যে পার্থক্য সুনির্দিষ্ট করতে ইঙ্গিত প্রদান করেন।

- বিগত ২৫ সেপ্টেম্বর ২০১৫ ‘Sustainable Development Goal-SDG’ বিষয়ক শীর্ষ সম্মেলনের সমাপনী অধিবেশনে দেওয়া বক্তব্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী উল্লেখ করেছেন, ‘আমাদের আর্থ সামাজিক ও পরিবেশের ঝুঁকিগুলো যেমন একে অন্যের সাথে যুক্ত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের সমস্যা ও সম্ভাবনাগুলো নিয়ে আমাদের সমন্বিতভাবে কাজ করতে হবে। এসডিজি অর্জনের ক্ষেত্রে যেমন বৈশ্বিক সহযোগিতা গুরুত্বপূর্ণ, তেমনি প্রয়োজন উন্নয়নের বিভিন্ন স্তর, সামর্থ্য ও জাতীয় পরিস্থিতি বিবেচনায় নিয়ে আলোচ্যসূচি বা পরিকল্পনার বাস্তবায়ন। আর এ কারণে, এসডিজি পূরণে বাংলাদেশের প্রস্তুতির অংশ হিসেবে ৭ম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা এর সাথে যুক্ত করা হয়েছে।’ তিনি আরও উল্লেখ করেন, ‘এ অঙ্গীকারের অংশ হিসাবে ৭ম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় ক্ষুধা, দারিদ্র্য, খাদ্য নিরাপত্তা এবং পুষ্টি বিষয়ে কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।’ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর এ বক্তব্য একইসাথে বাস্তবসম্মত এবং উৎসাহব্যঞ্জক।

### সকল মানুষের জন্য পর্যাপ্ত খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে আইনী কাঠামো:

আমরা জানি, দেশে যথেষ্ট ভাল একটি খাদ্যনীতি এবং সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচির অনেক ভাল উদ্দেশ্য বিদ্যমান। দেশে খাদ্যশস্য উৎপাদন ও সংরক্ষণের ক্ষেত্রে সক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং খাদ্যশস্যের সহজলভ্যতা একটি সন্তোষজনক পর্যায়ে সফলভাবে বজায় রয়েছে। কিন্তু নীতি এবং কর্মসূচির যথাযথ বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধতা রয়েছে। পাশাপাশি পুষ্টি উন্নয়নে বেশ কিছু কর্মসূচি থাকলেও এক্ষেত্রেও সুনির্দিষ্ট নীতিমালা এখনও গৃহীত হয়নি। রাষ্ট্র জনগণের খাদ্য প্রাপ্তির বিষয়টিকে মৌলিক চাহিদা হিসেবে স্বীকার করলেও ‘অধিকার’ হিসেবে গণ্য না করার কারণে খাদ্য নিরাপত্তার উদ্দেশ্যে গৃহীত পদক্ষেপগুলো হয়ে থাকে সাধারণত সেবামূলক। তাই সমগ্র জাতির খাদ্য অধিকার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সকলের জন্য খাদ্যের প্রাপ্যতা, অভিগম্যতা এবং পর্যাপ্ততার স্বীকৃতি প্রদান করে ‘খাদ্য অধিকার আইন’ প্রণীত হলে তা বাস্তবায়নে রাষ্ট্রের বাধ্যবাধকতা তৈরি হবে। পাশাপাশি পুষ্টি নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যেও আইনী প্রক্রিয়া নিশ্চিত করা প্রয়োজন। যেকোনো বিষয়ে আইনি বাধ্যবাধকতা থাকলে তার বাস্তবায়নও ত্বরান্বিত হয়। বাস্তবায়ন না হলে সংস্কৃতি ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে সুফল পেতে পারে। এজন্য ৭ম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা ও খাদ্য নীতির পাশাপাশি দরিদ্র জনগোষ্ঠীর ‘খাদ্য অধিকার ও পুষ্টি নিরাপত্তা’ নিশ্চিতকরণে নির্দিষ্ট সময়সীমা ও বাধ্যবাধকতাসহ আইনী কাঠামো প্রয়োজন। একটি উন্নয়নশীল দেশে সবার জন্য, বিশেষত দরিদ্র মানুষের জন্য খাদ্য অধিকার নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে মুখ্য ভূমিকা পালন করতে হবে রাষ্ট্রকেই।

### নীতি নির্ধারকদের প্রতি আহ্বান

সাংবিধানিক নির্দেশনা, রাষ্ট্রের বিবিধ অঙ্গীকার, বর্তমান সরকারের ভিশন ২০২১, এসডিজি এবং সপ্তম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় ঘোষিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জন এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্য বাস্তবায়নে সবার জন্য পর্যাপ্ত খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে পারে ‘খাদ্য অধিকার আইন’। সে লক্ষ্যে, সর্বস্তরের জনসাধারণের পক্ষে নীতিনির্ধারকদের প্রতি আহ্বান-

- অবিলম্বে সরকারী উদ্যোগে খাদ্য অধিকার আইন প্রণয়নের পদক্ষেপ গ্রহণ করুন।
- খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয়ের সমন্বয়ে আইন প্রণয়ন নিশ্চিত করুন।
- আইন প্রণয়নে জনপ্রতিনিধি, সরকারী কর্মকর্তা ও নাগরিক সমাজসহ সমাজের বিভিন্ন স্তরের প্রতিনিধিদের সম্পৃক্ত করুন।



## সবার জন্য পর্যাপ্ত খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা চাই খাদ্য অধিকার আইন চাই

‘বিশ্ব খাদ্য দিবস, ১৬ অক্টোবর ২০১৬’ উদযাপন-এর প্রচারপত্র

### পটভূমি

জাতিসংঘ কর্তৃক গৃহীত সর্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণা (১৯৪৮) অনুযায়ী ‘খাদ্য অধিকার মানবাধিকার’। মানবাধিকারের অন্তর্ভুক্ত অন্য অধিকারগুলো অর্জনে খাদ্য অধিকার নিশ্চিত করা অপরিহার্য। বিগত দশকের তুলনায় বর্তমানে খাদ্য নিরাপত্তা পরিস্থিতিতে অগ্রসর অবস্থানে রয়েছে বাংলাদেশ। পাশাপাশি, দারিদ্র্য বিমোচন ও সামাজিক উন্নয়নের বিভিন্ন সূচকে প্রভূত উন্নয়ন সাধিত হচ্ছে। বিগত কয়েক বছর ধরে জিডিপি ৬% এর উপরে বিদ্যমান। এমডিজি অনুযায়ী ২০১৫ সালের আগেই দেশে দারিদ্র্যের হার ১৫ শতাংশের বেশি কমেছে। পাশাপাশি সামাজিক উন্নয়ন সূচকের যথা- প্রাথমিক বিদ্যালয়ে গমন (enrollment), প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ে শিক্ষার ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের সমতা, নবজাতক ও পাঁচ বছরের কম বয়সী শিশু ও মাতৃমৃত্যু হার হ্রাস, নারীর ক্ষমতায়নসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। এসকল সাফল্যের পাশাপাশি কিছু কিছু ক্ষেত্রে আমাদের সীমাবদ্ধতাও বিদ্যমান। পরিকল্পনা কমিশনের সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ (General Economic Division-GED) এর সামষ্টিক অর্থনৈতিক প্রতিবেদন ২০১৫ অনুযায়ী, দেশে এখনো ৩ কোটি ৮৫ লাখ মানুষ দারিদ্রসীমার নিচে বসবাস করে যা মোট জনসংখ্যার ২৪.৫%। অপরদিকে ২০১৬ সালে প্রকাশিত বিশ্বব্যাংক এর ‘টেকিং অন ইন-ইকোয়ালিটি’ শিরোনামের প্রতিবেদন অনুসারে, ২০০৯-১০ অর্থবছরে দেশে যেখানে ২ কোটি ৮০ লাখ অতিদরিদ্র মানুষ ছিল, চলতি অর্থবছরে তা ২ কোটিতে নেমে এসেছে। যা মোট জনগোষ্ঠীর ১২.৯ শতাংশ, যারা দুবেলা ঠিকমত খেতে পায়না।



বর্তমানে বিশ্বে খাদ্যের পাশাপাশি পুষ্টি নিরাপত্তাও অন্যতম আলোচ্য বিষয়। কেননা, মায়ের গর্ভ থেকে শিশুর জন্ম, বেড়ে ওঠা, যৌবন থেকে মৃত্যু পর্যন্ত সময়কালে স্বাস্থ্যকর জীবনযাপন ও বেঁচে থাকার জন্য ‘প্রয়োজনীয় খাদ্য প্রাপ্তি’ সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। খাবার আমাদের শরীরে পুষ্টি জোগায়, ক্ষয় পূরণ করে, কাজ করার শক্তি দেয় এবং নতুন টিস্যু তৈরি করে। আবার পুষ্টি উন্নয়ন বিষয়টি মানুষের জীবনধারণের পাশাপাশি শারীরিক ও মানসিক বিকাশ ও উৎপাদনশীলতার উপর উল্লেখযোগ্য প্রভাব রাখতে পারে। ভালো/উন্নততর পুষ্টি, সেইসাথে পর্যাপ্ত মান ও পরিমাণে খাদ্যগ্রহণ এবং অসুস্থতার হার হ্রাসও অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য একটি অত্যাবশ্যক বিষয়। ইউনিসেফ, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা, জাতিসংঘ খাদ্য ও কৃষি সংস্থা, বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচিসহ আরও কিছু দাতা সংস্থা ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতায় ইন্টারন্যাশনাল ফুড পলিসি রিসার্চ ইনস্টিটিউট (ইফ্রি) ‘গ্লোবাল নিউট্রিশন রিপোর্ট ২০১৬: ফ্রম প্রমিজ টু ইমপ্যাক্ট’ শিরোনামে একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে। প্রতিবেদনের তথ্য অনুযায়ী, শিশুর অতিরিক্ত ওজন না থাকার তালিকায় বাংলাদেশের অবস্থান বিশ্বে বেশ ভালো। শিশুর অতিরিক্ত ওজন অপুষ্টির লক্ষণ। কিন্তু অন্যান্য দেশের শিশুদের তুলনায় বাংলাদেশের শিশুরা বয়সের চেয়ে উচ্চতায় পিছিয়ে আছে। বাংলাদেশে ৩৬ শতাংশ শিশুর উচ্চতা বয়সের তুলনায় কম। শিশুর উচ্চতা, শিশুর কৃশতা, বুকের দুধ খাওয়া শিশুর হার, নারীর রক্তস্বল্পতা, বয়স্কদের স্থূলতা, ডায়াবেটিসের প্রকোপ এসব সূচকের ভিত্তিতে বিভিন্ন দেশের অবস্থানের তালিকা তৈরি করা হয়েছে বৈশ্বিক পুষ্টি প্রতিবেদনে। কিছু ব্যতিক্রম বাদ দিলে অধিকাংশ ক্ষেত্রে তালিকার নিচের দিকে বাংলাদেশের অবস্থান। যেমন- ছয় মাস পর্যন্ত শিশুকে মায়ের দুধ খাওয়ানোর ক্ষেত্রে বাংলাদেশের অবস্থান ২৯ এবং রক্তস্বল্পতা কম থেকে বেশির যে ক্রম, সেই তালিকায় অবস্থান ১৫৮। প্রতিবেদনের তথ্য অনুযায়ী, দেশের ৪৪ শতাংশ নারী রক্তস্বল্পতায় ভুগছেন। বাংলাদেশের পুষ্টি পরিস্থিতির এই চিত্র নিঃসন্দেহে উদ্বেগজনক। আমাদের সংবিধান এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে রাষ্ট্র ও সরকারের বিভিন্ন অঙ্গীকার এর আলোকে সবার জন্য পর্যাপ্ত খাদ্যের অধিকার ও পুষ্টি নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য আইনী পদক্ষেপ এখন সময়ের দাবী।’

## উন্নয়ন ও খাদ্য অধিকার:

বাংলাদেশ উন্নয়নের পথে এগিয়ে চলেছে। আমাদের দেশের লক্ষ্য ২০২১ সালের মধ্যে মধ্য আয়ের দেশ এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত দেশে পরিণত হওয়া। ইতিমধ্যে আমরা নিম্ন মধ্য আয়ের দেশে উন্নীত হয়েছি। উন্নয়ন লক্ষ্য বাস্তবায়নে ‘মানুষের অধিকার’ একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। অধিকার হলো কিছু স্বীকৃত বা বৈধ ক্ষমতা, যা মানুষ তার বিশেষ অবস্থানের কারণে ভোগ করে থাকে। মানুষের স্বাভাবিক জীবনযাপনের জন্য তার অত্যাবশ্যকীয় চাহিদাগুলো (অন্ন, বস্ত্র, শিক্ষা, চিকিৎসা ও বাসস্থান) হচ্ছে মানুষের মৌলিক মানবাধিকার। সুনির্দিষ্টভাবে বলতে গেলে, ‘খাদ্য অধিকার হচ্ছে নারী, পুরুষ ও শিশুসহ সমাজের সকলের কাছে, সকল সময়ে শারীরিক ও অর্থনৈতিকভাবে পর্যাপ্ত খাদ্য প্রাপ্তিতে অভিগম্যতা, যা নিরবিচ্ছিন্ন মানবিক মর্যাদা নিশ্চিত করে।’ অর্থাৎ খাদ্য অধিকার-এর মূল তিনটি উপাদান হচ্ছে যথাক্রমে:

**১. প্রাপ্যতা (Availability):** খাদ্যের প্রাপ্যতা হচ্ছে উৎপাদনশীল জমি বা অন্যান্য প্রাকৃতিক সম্পদ থেকে সরাসরি খাদ্য গ্রহণের সুযোগ থাকা; একটি দক্ষ বণ্টন ব্যবস্থা, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বাজার ব্যবস্থার মাধ্যমে উৎপাদনস্থল থেকে যেখানে প্রয়োজন সেখানে খাদ্যের যোগান দেয়া।

**২. অভিগম্যতা (Accessibility):** সকল মানুষ যেন অর্থনৈতিক ও শারীরিক চাহিদা অনুযায়ী যথেষ্ট পরিমাণে পর্যাপ্ত খাদ্য পায়। পর্যাপ্ত খাদ্য সংগ্রহ এবং গ্রহণের খরচ এমন হতে হবে যাতে তা অন্যান্য মৌলিক চাহিদা সন্তোষজনকভাবে পূরণের ক্ষেত্রে বাধার সৃষ্টি না করে।

**৩. পর্যাপ্ততা (Adequacy):** প্রত্যেক ব্যক্তির পুষ্টি চাহিদা পূরণে পর্যাপ্ত পরিমাণে খাদ্যের যোগান অবশ্যই থাকতে হবে, যা হবে ক্ষতিকর পদার্থ মুক্ত এবং সাংস্কৃতিকভাবে গ্রহণযোগ্য।

## খাদ্য ও পুষ্টি বিষয়ে রাষ্ট্রের বিভিন্ন অঙ্গীকার:

স্বাধীনতার পর থেকে আমাদের সংবিধানসহ বিভিন্ন নীতিমালায় এবং আন্তর্জাতিক নীতিমালা ও চুক্তির মাধ্যমে আমাদের রাষ্ট্র প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে খাদ্য অধিকারের প্রতি স্বীকৃতি এবং তা বাস্তবায়নে বিভিন্ন ক্ষেত্রে অঙ্গীকার

<sup>১</sup> সম্পাদকীয়, প্রথম আলো, ১০ অক্টোবর ২০১৬ সালে প্রকাশিত।

করেছে। এগুলো হচ্ছে যথাক্রমে:

- গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ১৫ অনুচ্ছেদে ‘মৌলিক প্রয়োজনের ব্যবস্থা’ অংশে সুনির্দিষ্টভাবে বলা হয়েছে “... (ক) অন্ন, বস্ত্র, আশ্রয়, শিক্ষা ও চিকিৎসাসহ জীবনধারণের মৌলিক উপকরণের ব্যবস্থা; (খ) কর্মের অধিকার ..... এবং (ঘ) সামাজিক নিরাপত্তার অধিকার, অর্থাৎ বেকারত্ব, ব্যাধি বা পঙ্গুত্বজনিত কিংবা বৈধব্য, মাতাপিতৃহীনতা বা বার্ষিকজনিত কিংবা অনুরূপ অন্যান্য পরিস্থিতিজনিত আয়ত্বাতীত কারণে অভাবগ্রস্ততার ক্ষেত্রে সরকারী সাহায্য লাভের অধিকার।”
- সংবিধানের ১৮ (১) অনুচ্ছেদে ‘জনস্বাস্থ্য ও নৈতিকতা’ অংশে বলা হয়েছে “জনগণের পুষ্টির স্তর-উন্নয়ন ও জনস্বাস্থ্যের উন্নতিসাধনকে রাষ্ট্র অন্যতম প্রাথমিক কর্তব্য বলিয়া গণ্য করিবেন ....।”
- ১৯৪৮ সালে গৃহীত জাতিসংঘের সর্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণার অনুচ্ছেদ ২৫(১) ধারা অনুযায়ী “প্রত্যেক ব্যক্তির নিজের এবং তার পরিবারের কল্যাণ ও সুস্বাস্থ্যের জন্য খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, চিকিৎসা ও প্রয়োজনীয় সেবাসহ জীবনযাত্রার পর্যাপ্ত মানের অধিকার রয়েছে ....।”
- সর্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণা অনুসারেই পরবর্তীতে ১৯৬৬ সালে অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিষয়ক আন্তর্জাতিক চুক্তির (ICESCR) ১১ অনুচ্ছেদের মাধ্যমে খাদ্য অধিকারকে বাধ্যতামূলক আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আইনের অংশ হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করা হয় যেখানে উল্লেখ করা হয়েছে, “এই চুক্তির পক্ষ রাষ্ট্রসমূহ স্বীকৃতি দিচ্ছে যে, প্রত্যেক মানুষেরই পর্যাপ্ত খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান এবং জীবনমানের ধারাবাহিক উন্নতিসহ তার নিজের এবং পরিবারের পর্যাপ্ত মানসম্পন্ন জীবন যাপনের অধিকার আছে (১১.১)।” অন্যদিকে ১১.২ অনুচ্ছেদ অনুসারে পক্ষরাষ্ট্রসমূহে ক্ষুধা ও অপুষ্টি থেকে মুক্তির মৌলিক অধিকার নিশ্চিত করতে প্রয়োজনে জরুরি পদক্ষেপ গ্রহণ করার বাধ্যবাধকতা সম্পর্কে ব্যাখ্যা প্রদান করা হয়েছে।
- ২০০৬ সালে প্রণীত জাতীয় খাদ্যনীতিতে যথার্থভাবেই খাদ্য নিরাপত্তার অপরিহার্য উপাদান হিসেবে জাতীয় পর্যায়ে পর্যাপ্ত পরিমাণে খাদ্যের লভ্যতা (food availability), ব্যক্তি ও পরিবার পর্যায়ে পর্যাপ্ত পরিমাণে খাদ্য প্রাপ্তির ক্ষমতা (access to food) ও খাদ্যের জৈবিক ব্যবহার (utilization of food)- এ তিনটি বিষয়কে চিহ্নিত করা হয়েছে।
- সরকারের রূপকল্প (ভিশন ২০২১) অনুযায়ী ২০২১ সালের মধ্যে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য ন্যূনতম দৈনিক ২১২২ কিলো ক্যালরির উর্ধ্বে খাদ্য নিশ্চিত করা হবে।
- ২০১৫ সালে জাতিসংঘের ১৯৩টি সদস্যরাষ্ট্র সর্বসম্মতভাবে সকল মানুষের জন্য এক সর্বজনীন, সমন্বিত ও রূপান্তরিত স্বপ্ন হিসাবে ‘টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য ২০৩০/Sustainable Development Goal-SDG 2030’ গ্রহণ করেছে। এসডিজি-এর ১নং মূল লক্ষ্য-২০৩০ সালের মধ্যে ‘সব ধরনের দারিদ্র্যের অবসান’ এবং ২নং লক্ষ্যে অগামী ১৫ বছরে ‘ক্ষুধামুক্তি’র অঙ্গীকারের কথা বলা হয়েছে। যা অর্জনে প্রয়োজন বহুমাত্রিক দৃষ্টিভঙ্গি, যার মধ্যে রয়েছে টেকসই কৃষি উৎপাদন ব্যবস্থার মাধ্যমে খাদ্যের নিরবিচ্ছিন্ন সরবরাহ, পর্যাপ্ত খাদ্যে সকল মানুষের অভিগম্যতা ও পুষ্টি নিরাপত্তা।
- ২০১৫ সালে গৃহীত ৭ম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার ‘খাদ্য নিরাপত্তা ও ব্যবস্থাপনা’ শীর্ষক অধ্যায়ে ৩টি উদ্দেশ্যের কথা বলা হয়েছে। যথাক্রমে: ১. নিরবিচ্ছিন্নভাবে পর্যাপ্ত নিরাপদ ও পুষ্টিকর খাদ্য সরবরাহ নিশ্চিত করা; ২. খাদ্যে জনগণের অভিগম্যতা বৃদ্ধির জন্য ক্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধি করা এবং ৩. সকলের জন্য পর্যাপ্ত পুষ্টি নিশ্চিত করা।

## মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্য:

- বাংলাদেশের প্রায় ১০০০ নাগরিক সংগঠন, নেটওয়ার্ক ও প্রতিষ্ঠান-এর সমন্বয়ে গঠিত ‘খাদ্য অধিকার বাংলাদেশ’-এর উদ্যোগে বিগত ৩০, ৩১ মে ও ১ জুন ২০১৫ ঢাকায় ‘দক্ষিণ এশিয়া খাদ্য অধিকার সম্মেলন’ অনুষ্ঠিত হয়। উল্লেখ্য যে, সম্মেলন-এর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন ঘোষণা করে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার-এর মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন, ‘দক্ষিণ এশিয়া অঞ্চল জুড়ে খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে আমরা অঙ্গীকারবদ্ধ। সবার জন্য খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য খাদ্য ও কৃষি উৎপাদন ব্যবস্থাকে